দৈনিক বাংলা

10

তারিখ 0 1 NOV 19..
পৃষ্ঠা… …কলাম…

এইচএসসির ফল

একটু বিলম্বে হলেও এইচএসসি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। তারুণ্যের প্রথম পর্যায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় যারা সাফল্যের স্বাক্ষর রাখলেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের অভিনন্দন। শিক্ষা তথা জীবনের উচ্চতর পর্যায়ে অপেক্ষমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা তাদের স্বাগত জানাই। বস্তুত তাদের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ।

এ পরীক্ষায় যারা সফল হতে পারলেন না তাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করতে পারলে আমরা স্বস্তি পেতে পারতাম। কিন্তু ব্যর্থতার বহর আজ এমন বিশাল দানবীয় অবয়ব নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে একে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় দেখি না। তবু আশা করবো, এ ব্যর্থতাই শেষ কথা নয়। এই মনোভাব নিয়ে তারাও সাফল্যের ভিত রচনায় তৎপর হবেন। তারুণ্যের দুর্জয় প্রাণশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যর্থতার কলংক মোচন করবেন।

এবারকার পরীক্ষায় ব্যর্থতার হার রেকর্ড সীমায় পেঁৗছেছে। এইচএসসি পরীক্ষায় শতকরা পঁচাত্তর জনেরও বেশি অকৃতকার্য হয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম ব্যর্থতার এই বিপুল আকারের একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধ করার ব্যাপারে কড়াকড়ি অবলম্বনের ফলেই অকৃতকার্যতার হার এমন উঁচুতে উঠেছে। আমাদের শিক্ষার্থীরা নকল করে পাস করবেন এটা আমাদের কাম্য নয়। দুর্নীতি প্রতিরোধে কড়াকড়িই স্বাগত। তবে তাতে শিক্ষাব্যবস্থার গলদ ঢাকা পড়ছে না। অবস্থা এই একই থাকছে যে স্বাভাবিক পরীক্ষায় এই পঁচিশ ভাগের কমই পাস করত। আর যে পরীক্ষায় পঁচাত্তর শতাংশের বেশি ফেল করে তাকে কি সুস্থ বলে গণ্য করা চলে? এই প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত।

পরীক্ষা ব্যবস্থার এ দায় ঘুরিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ফেলা যেতে পারে। বলা সম্ভব, শিক্ষার্থীরা পড়ছেন না কিংবা শিক্ষায়তনে পড়াশুনা হচ্ছে না বলেই ব্যর্থতার বোঝা এভাবে বেড়ে চলেছে। আমরা এভাবে বিষয়টিকে ভাগ করার পক্ষপাতি নই। কার্যত শিক্ষা আর পরীক্ষা কোনো আলাদা বস্তু নয়। আমরা যেটুকু শেখাতে পারছি পরীক্ষায় তারই যাচাই হওয়ার কথা। সম্ভবত এই শিক্ষণ আর পরীক্ষাকে আলাদা করেই আমরা একটা বিপর্যয়কর অবস্থা তৈরি করে বসে আছি। কি পড়িয়েছি তার তোয়াক্কা রাখে না শিক্ষার্থীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা। এক্ষেত্রে আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে।

অন্যথায় আর যাই হোক, শতকরা পঁচাত্তর কিংবা তারও বেশি অকৃতকার্য হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, আমাদের এই দরিদ্র দেশে এইচএসসি পর্যায়ে পেঁৗছার আগেই বিস্তর ঝাড়াই-বাছাই ঘটে যায়। বয়সের হিসেবে যোগ্য তরুণের বিপুলতার অংশই কলেজ পর্যন্ত পেঁৗছার সুযোগ পায় না। এভাবে বাছাই হয়ে আসা তরুণদের বিপুলতর অংশকে যদি ব্যর্থ হতে হয়, শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আর কাকে এজন্যে দায়ী করা চলে?

পরীক্ষার ফলাফলের আলোকে তাই শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। আমরা দরিদ্র বলেই আমাদের অপচয়ের ক্ষমতা আরো সীমাবদ্ধ। জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমাদের প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। তরুণদের বিপুলতর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অপচয়ের পথে ঠেলে দিয়ে আর যাই হোক জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের আশা করা যায় না।

নকল প্রতিরোধের ব্যবস্থা কঠোরতর হোক, সেই সঙ্গে নিশ্চিত হোক স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠন। আর আমাদের প্রত্যাশা সংযত হোক এই পঠন-পাঠনের মানের সীমায়। আমরা মনে করি এ পথেই কেবল অপচয় এড়িয়ে শিক্ষিত জাতি গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব। বিগত পরীক্ষায় ব্যর্থ শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।